



## 10670 - সদ্য-বধিবা নারী যা কিছু থেকে বরিত থাকবনে

### প্রশ্ন

আমার স্বামী মারা গছেন। আমার কী করণীয়। কী কী বিষয় থেকে আমাকে বরিত থাকতে হবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সদ্য-বধিবা তথা স্বামীর শোকপালনরত নারীকে যে বিষয়গুলো থেকে বরিত থাকতে হবে হাদিসে সগেলের বর্ণনা এসছে।

সগেলো হচ্ছ- পাঁচটি বিষয়:

এক. যে বাড়ীতে তার স্বামী মারা গছে সে বাড়ীতে অবস্থান করা। তার ইদ্দত শেষে হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানে থাকবনে। ইদ্দত শেষে হবে চার মাস দশদিনে। তবে যদি গর্ভবতী হন তাহলে সন্তান প্রসব করার মাধ্যমে তার ইদ্দত শেষে হবে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর গর্ভধারণীদরে ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।”[সূরা ত্বালাক, আয়াত: ৪] কোন প্রয়োজন কথিবা জরুরী অবস্থা ব্যতীত ঘর থেকে বরে হবনে না। যমেন- অসুস্থ হলে হাসপাতালে যাওয়া, প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও এ জাতীয় অন্য কিছু কোনোর জন্য কাউকে না পলে বাজারে যাওয়া, অনুরূপভাবে ঘরটি যদি ধ্বংসে পড়ে তাহলে তিনি এ ঘর ছড়ে অন্য ঘরে চলে যাবনে, কথিবা তাকে সঙ্গ দয়ার মত যদি কেউ না থাকে এবং তিনি নিজের উপর আশংকা করনে এ রকম প্রয়োজনের প্রক্ষেপিতে ঘর থেকে বরিয়ে যেতে আপত্তি নই।

দুই. তিনি সুন্দর কাপড়-চোপড় পরবনে না; সটো হলুদ হোক বা সবুজ হোক বা অন্য কোন রঙের হোক। বরং অসুন্দর কাপড়-চোপড় পরবনে; সটো কালো বা সবুজ হোক বা অন্য কোন রঙের হোক। মোটকথা হল, অসুন্দর কাপড় হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই নরিদশে দিয়েছেন।

তিনি. স্বর্ণ, রৌপ্য, ডায়মন্ড, মুক্তা কথিবা এসব ধাতুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কোন ধাতু দিয়ে তৈরী অলংকার পরবনে না; সটো গলার হার হোক, হাতের চুড়ি হোক, আংটি হোক কথিবা এ ধরণের অন্য কোন অলংকার হোক না কনে; ইদ্দত শেষে হওয়া পর্যন্ত পরবনে না।

চার. সুগন্ধি পরহির করবনে। সটো ধূপধূনার মাধ্যমে সুগন্ধি গ্রহণ হোক কথিবা অন্য কোন সুগন্ধি হোক না কনে। তবে, হয়যে থেকে পবতির হলে কিছু ধূপ দিয়ে ধূপধূনা করতে কোন অসুবিধা নই।



পাঁচ. সুরমা লাগানো বর্জন করবনে। তিনি সুরমা লাগাবনে না এবং সুরমার মত অন্য যা কিছু চহোরার রূপ চর্চায় ব্যবহৃত হয় সেগুলোও ব্যবহার করবনে না। অর্থাৎ যবে বিশেষে রূপচর্চা দ্বারা মানুষ আকৃষ্ট হয় সটো বর্জন করবনে। পক্ষান্তরে, সাবান ও পানি দিয়ে সাধারণ রূপচর্চা করতে কোন বাধা নহে। কিন্তু, সুরমা যা দিয়ে চক্ষুদ্বয়কে সুন্দর করা হয় কথিবা সুরমার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য যবে সকল জনিসি নারীরা চহোরাতবে ব্যবহার করে থাকে সেগুলো ব্যবহার করবনে না।

যবে নারীর স্বামী মারা গছে তাবে এই পাঁচটি বিষয় মনে চলতে হবে।

পক্ষান্তরে, সাধারণ মানুষ যসেব ধারণা করে থাকে কথিবা বানিয়ে বানিয়ে বলতে থাকে, যমেন- কারো সাথে কথা বলতে পারবে না, টলেফিনে কথা বলতে পারবে না, সপ্তাহে একবারে বেশি গোসল করতে পারবে না, খালি পায়বে ঘরে হাঁটতে পারবে না, চাঁদরে আলোতে ববে হতে পারবে না ইত্যাদি এগুলো কুসংস্কার; এগুলোর কোন ভিত্তি নহে। বরং তিনি খালি পায়বে ও জুতা পায়বে নজি ঘরে হাঁটতে পারবনে। নজিরে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবনে। নজিরে জন্ম ও মহেমানরে জন্ম খাদ্য রান্না করতে পারবনে। বাড়ীর ছাদে কথিবা বাগানে চাঁদরে আলোতে হাঁটতে পারবনে। যখন ইচ্ছা তখন গোসল করতে পারবনে। সন্দহেরে উদ্রকে সৃষ্টি করে না এমন কথাবার্তা যবে কারো সাথে বলতে পারবনে। নারীদের সাথে ও মাহরামদের সাথে মোসাফাহা করতে পারবনে; গায়রে মাহরামদের সাথে নয়। তার কাছে মাহরাম ছাড়া অপর কটে না থাকলে মাথার ওড়না খুলতে রাখতে পারবনে। মহেদে, জাফরান ও সুগন্ধি ব্যবহার করবনে না। পোশাকাদতিবে না, কফতিবে না। কেননা জাফরান এক ধরণের সুগন্ধি। বয়িরে প্রস্তাব দবিনে না; তববে ইঙগতি দতিবে অসুবধি নাই। কিন্তু, স্পষ্ট বয়িরে প্রস্তাব দবিনে না। আল্লাহই তাওফকিদাতা।

[শাইখ বনি বায়েরে ফতওয়া 'ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা' (খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৫-৩১৬)]

আরও বিস্তারতি জানতে দেখুন: ফাইহান আল-মুতাইরি রচিত 'আল-ইমদাদ বা আহকামলি ইহদাদ' এবং খালদে আল-মুসলহি রচিত 'আহকামুল ইহদাদ'।